প্রথম আলো

তারিখ . 04 DEC 2015

পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

শারীরিক শিক্ষা কলেজের শরীরেই ক্ষত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ক্যাম্পাসে ঢুকতেই চোখে পড়ে বিশাল সবুজ মাঠ। মূল অফিসের সামনে ফুটে আছে নানা ফুল। বলা যায় সাজানো-গোছানো পরিবেশ। তবে জিমনেশিয়াম বা ছেলেদের ব্যায়ামাগারে ঢুকতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ধুলার স্তূপ, চারদিকে নোংরা পরিবেশ। ব্যায়ামের জন্য যন্ত্রপাতি কিছু আছে, কিন্তু ব্যায়ামাগারের ছাদ দিয়ে বৃষ্টির সময় পানি পড়ে। দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় পলেস্তারা খসে গেছে। যেন জিমনেশিয়ামের শরীরই ভালো নেই। এই হলো মোহাম্মদপুরের সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের ব্যায়ামাগারের অবস্থা।

শারীরিক শিক্ষার জন্য এই কলেজটি ১৯৫৪ সালে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল ময়মনসিংহের গৌরীপুরে। পরে নানা জায়গা বদল করে ১৯৬২ সালে মোহাম্মদপুরে থিতু হয়। জন্ম থেকে কলেজটি নিজেদের সুস্থ থাকার কলাকৌশল শেখাচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এখান থেকে ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীর চর্চার শিক্ষক বা প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। কলেজটির একজন শিক্ষক বেশ গর্ব নিয়েই বললেন, 'বিকেএসপির বাঘা বাঘা শিক্ষক আমাদের ছাত্র ছিলেন।'

৭ দশমিক ৯০ একর জায়গায় অবস্থিত কলেজ ক্যাম্পাসে একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের হোস্টেল, স্টাফ কোয়ার্টার, ৪০০ মিটার রানিং ট্র্যাক, সুইমিং পুল, বাস্কেটবল গ্রাউন্ড, জিমনেশিয়ামসহ আছে অন্যান্য ভবন। কলেজের শিক্ষার্থীরাই শুধু ব্যায়ামাগারটি ব্যবহার করতে পারেন।

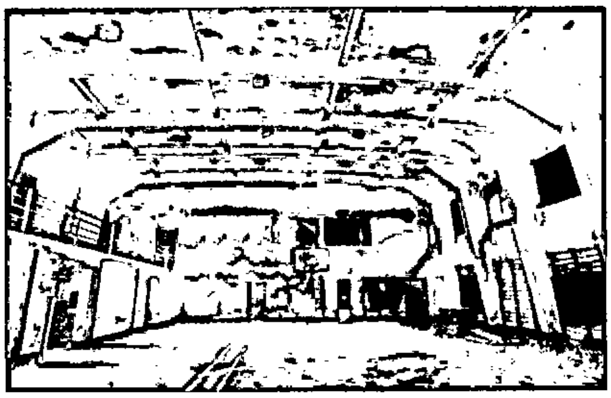

শারীরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেহাল অবস্থা ● ছবি : প্রথম আলো

'ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের জন্যও ক্যাম্পাসের ভেতরে আরেকটি জিমনেশিয়াম আছে। সেটির অবস্থাও বেশি সুবিধার নয়। তবে ছেলেদেরটির চেয়ে ভালো বলে জানালেন সেখানে কর্মরত একজন। এখানকার যন্ত্রপাতিও বহু বছরের পুরোনো। জানা গেল, শিক্ষার একটি অংশ হিসেবেই জিমনেশিয়াম ব্যবহার করছেন শিক্ষার্থীরা। এখানকার শিক্ষকদের মতে, বলতে গেলে শিক্ষার্থীদের 'বেসিক নলেজ' এখান থেকেই পাওয়ার কথা।

একতলা ভবনে ছেলেদের জিমনেশিয়াম অবস্থিত। লম্বাটে ঘরটির দরজা-জানালা ভাঙা। ছাদের কাছাকাছি আছে একটি গ্যালারি। সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সময় এখানে একটি কেন্দ্র ছিল। তার চিহ্ন এখনো রয়ে গেছে। একটি বাহিনীর ক্যাম্প বসেছিল, তারও চিহ্ন হিসেবে জিমনেশিয়ামের সঙ্গে লাগানো একটি ঘরের দরজায় লেখা ঝুলছে 'অফিসার্স রুম'। জিমনেশিয়ামের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য যে বাথরুম, তার দুর্গন্ধে আশপাশেই টেকা দায়। অথচ এ কলেজের মূল স্লোগান হচ্ছে, 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন'।

কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল জসিম উদ্দিন আহমদ ২৬ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জিমনেশিয়ামের বেহাল অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'জিমনেশিয়াম চলছে প্রায় ১৫ থেকে ১৬ বছরের পুরোনো যন্ত্রপাতি দিয়ে। ফ্লোর এক্সারসাইজ ম্যাট, প্যারালাল বার, লং হর্সসহ যা আছে, তাকে কোনোভাবেই পর্যাপ্ত বলার উপায় নেই। সবকিছুই বলতে গেলে ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে।'

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত কলেজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের দিকে সরকারের সুনজর নেই।